আড়াল

জসিম মল্লিক

১.

বৈষয়িক জীবনের প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই। আমার এটা দরকার ওটা দরকার এসব নিয়ে কোন আক্ষেপ হয়না। আমার যা আছে তাই নিয়েই আমি সুখী এবং যা পাই আমি তারই যোগ্য বলে মনে করি। অহেতুক জীবন ফেনানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। কেউ অসৌজন্যমূলক আচরন করলেও আমি নিরবতা পালনের চেষ্টা করি। তারপরও সবসময় পার পাওয়া যায় না। পঁচা শামুকেও অনেক সময় পা কাটে। বোবারও শত্রু তৈরী হতে পারে। এই একটাই মাত্র জীবন আমাদের সেটাকে ভালভাবে পার করতে পারাটাই আসল কথা। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা, আঘাত করা নয়। যেহেতু এই পৃথিবীতে একবারই আসার সুযোগ আছে সেটাকে ক্ষানিকটা হলেও অর্থবহ করে তোলা।

সৌভাগ্যক্রমে জেসমিন নামের একজন মানুষ আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে;না হলে আমার জন্য সংসারী হওয়াও খুব সহজ হতো না। কারন আমি হচ্ছি পুরোদস্তুর বোহেমিয়ান মানুষ। এই লেখা জেসমিন পড়বে কিনা আমি সিওর না। সে কখনো আমার লেখা পড়ে বলে মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে একটা সত্যি ঘটনা বলা যাক- আমি তখন বিচিত্রায় কাজ করি। সেটা ১৯৯৫ সাল। আমার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় সেই বছর বই মেলা উপলক্ষ্যে। বইয়ের নাম ’আলোর গভীরে’। প্রকাশক ‘পল্লব প্রকাশনী’। সেই বছর বিচিত্রার ঈদ সংখ্যায় মঈনুল আহসান সাবেরের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত উপন্যাস ’পাথর সময়’ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই উপন্যাসটি বিটিভিতে আবদুলাহ আল মামুন ধারাবাহিক নাটক করেছিলেন।

একদিন আমরা বিচিত্রায় আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডায় জেসমিনও ছিল। সে গল্প উপন্যাস পড়া বিশেষ পছন্দ করে না। সময়ের অপচয় মনে করে। আর বিদেশে এসে তো আরো না। লেখকদের পছন্দ করে, কিন্তু লেখা না। সাবের ভাই সেদিনের সেই আড্ডায় এক পর্যায়ে জেসমিনকে জিজ্ঞেস করলেন সে আমার প্রথম উপন্যাসটি পড়েছে কিনা। উত্তরে বললো, সে রবীন্দ্রনাথ নজরুলই মন দিয়ে পড়েনি তো জসিম মল্লিকের লেখা পড়বে কি! সে সাবের ভাইকে ভড়কে দিয়ে আরো বললো, জসিমের আলুর ভিতরে (আলোর গভীরে) আর আপনার পথের দাবী (পাথর সময়) পড়ার সময় আমার নাই। সুতরাং সে যে এই লেখাটিও পড়বে না তা নিশ্চিত বলা যায়।

ষোল বছর বয়সে কলেজ জীবনের সেই মোমের মত মেয়েটিকে মুখ খুলে কিছু বলতে না পারার বেদনা অনেকদিন ছিল। তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কনোদিন কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবো না। কিন্তু অল্প বয়সের সেই প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয়নি। জেসমিন তার বড় প্রমান। যেহেতু আমার জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না তাই কোন কিছুই আমি মন দিয়ে করিনি। আজ ভাবি মন দিয়ে করলে কিছু বোধহয় হতো।

২.

আমি কখনো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, লেখক এসব কিছু হওয়ার চিন্তা করিনি। যা যা হওয়া আমার জন্য সহজ ছিল তাও হতে পারলাম না। আমার একবার খুব বাস ড্রাইভার হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। একবার এক বাস ড্রাইভারের সাথে সখ্যতাও গড়ে তুলেছিলাম। লোকটাকে চমচম পর্যন্ত কিনে খাইয়েছিলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল সারেং হওয়ার। ছোটবেলায় মা'র সাথে মামা বাড়ি যেতাম লঞ্চে চড়ে। উপরের ডেকে সারেং-এর লঞ্চ চালানো দেখতে দেখতে এরকম ইচ্ছে হয়েছিল। এমনকি আমি হতে পারতাম নৌকার মাঝি। মাঝি ব্যাপারটা আজো আমার কাছে চমৎকার লাগে। এখনও সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না।

কোন ইচ্ছেই বেশীদিন স্থায়ী হয়না। সব কিছুর প্রতি দ্রুত আগ্রহ হারানোর একটা বাতিক আছে আমার। নানা কার্যকারণে আগ্রহটা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। লেগে থাকা ব্যাপারটা যদি থাকতো তাহলে একটা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বা কিছু একটা পাওয়ার। না হলে আমি হতে পারতাম মেরিন। সাগরে সাগরে ভেসে বেড়ানো হতো আমার কাজ। অথবা হতে পারতাম পর্যটক। পায়ের নিচে সর্ষে নিয়ে ঘুরতাম।

আবার এটাও মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনে কিছুই অনিবার্য নয়। এটা না হলে আমার চলবে না এ রকম কখনো হয় না আমার। নির্দিষ্ট কার্যকারণ ছাড়া বা অকারনে কেউ ভুল বুঝলে যে কোন সময় যে কোন কিছু বিসর্জন দিতে খারাপ লাগার কথা না। ব্যতিক্রম যে নেই জীবনে তা নয়। তবে ব্যতিক্রম কখনো উদাহরন হতে পারে না। জীবনে ব্যতিক্রম ঘটনা খুব বেশী ঘটেও না। আবার যে একেবারে ঘটে না তাও না। একটি সুন্দর মনের মানুষ, তার সততা, তার নিষ্পাপ হাসি, তার চমৎকার অবয়ব, তার কষ্ট, বেদনা, সীমাবদ্ধতা, তার অপূর্ণতা এসব কিছু অনেক সময় মনকে ছুঁয়ে যায় না! একজীবনে সেরকম বার বার ঘটেনা। ঘটা উচিতও না।

৩.

আগেই বলেছি আমি বৈষয়িক মানুষ নই। কেউ কেউ বলে বন্ধন হচ্ছে একটা ফাঁসের মতো। কখনো কখনো কেউ এসব থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু পায় কি? আপাতঃ সুখী মনে হলেও সবাই কি আর সংসারে সুখী? সুখের অভিনয় করে যায় না মানুষ! কত জনের সাথে কথা বলে দেখেছি তাদের জীবনের দুখময় দিকগুলো। মানুষকে কখনো বাইরের অবয়ব দেখে চেনা যায়না। আবার কখনো কখনো বন্ধন আনন্দেরও বটে। সবার জন্য তো সব কিছু নয়! শেষ পর্যন্ত মানুষ যা ভাবে হয় তার উল্টো।

কখনো কি এরকম হয়না যে একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়ার পর মনে হয় আহা আগের জীবনটাইতো ছিল ভাল। মুক্ত, স্বাধীন। আমি আমার স্বাধীনতাকে এভাবে জলাঞ্জলি দিলাম! আমি আর কোনদিন স্বধীনতা ফিরে পাবোনা, এই দুঃখ কী সহজে যায় মানুষের!

অনেক সময় সংসারের মধ্যে থেকেও মনে হয় যেনো নেই। জীবন থেকে কেউ-ই পুরোটা নিতে পারে না। যেমন ছোট বেলায় খুব ভ্রমণ কাহিনী পড়তাম আর ভাবতাম আহা অই দেশটায় যদি যেতে পারতাম! শংকরের এপার বাংলা ওপার বাংলা পড়ে আমি এমনই বিমুগ্ধ হলাম যে কিছুদিন ঘোরের মধ্যে আমার দিন পার হলো। এরপর

সুনীলের ছবির দেশে কবিতার দেশে বা তিন সমুদ্র সাতাশ নদী, সমরেশের বিনে সুতোয় ইত্যাদি পড়ে আমেরিকা দেশটার প্রতি আমার প্রগাঢ় প্রেম জন্ম নিল। আমি কি কখনো ভেবেছি নাকি কানাডা দেশটা আমার দেশ হবে! আমার স্বপ্ন ছিল শুধু ছুটে চলাই হবে আমার কাজ। আমি কখনো থামবো না। নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। অন্যদের কাছ থেকে আড়াল হওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা।

৪.

কখনো কখনো নিজেকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে ফেলতে ইচ্ছে করে না! সংসারের নানা জটিলতা থেকে ছুটি নিতে! বাস্তবতা অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়। সেদিন ছিল দারুন সুন্দর এক দিন। জুন মাস। চারিদিকে মন খারাপ করা রৌদ্রকরোজ্জল পরিবেশ। ষ্টাটেন আইল্যান্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ষ্টাচু অব লিবার্টি। যেখান থেকে টুইন টাওয়ার অবলোকন করা যায়। দশ বছর আগের কথা। হঠাৎ তাকে দেখে চমক লাগে না! চমৎকার দেখতে সে। আমার চেনা না হয়েই যায় না। কোথায় দেখেছি তাকে! একি সেই মোমের মতো মানুষটি! ষোল বছর বয়সে যাকে দেখে মন উদাস হয়েছিল!! আবার সেদিনের এক দুরন্ত ঝড় বা এক টুকরো হিমেল হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যাওয়া অনুভূতি! কত কি ! জীবনের দৃশ্যপট বদলে বদলে যায়।

কিছু ঘটনা ঘটে যায় জীবনে যার জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। মানুষ তার অর্নিবচনীয়তাকে কখনো অস্বীকার করতে পারে না। নিয়তি বলেও একটা ব্যাপার আছে। একটা ছক বাধা জীবন থেকে ছিটকে পড়ে কোন্ আলোক রেখায়। জীবনানন্দের কবিতার মতো বলতে হয়-

”কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে

সে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,

বলিল তোমারে চাইঃ

“ বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ

খূঁজেছি নক্ষত্রে আসি-কুয়াশার পাখনায়-

সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক

জোনাকির দেহ হতে ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে..”

জসিম মল্লিক: লেখক ও সাংবাদিক

Toronto

jasim.mallik@gmail.com